কুষাণযুগে কীভাবে রোম-ভারত বাণিজ্য বিস্তার লাভ করেছিল?

অথবা

রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে দূর পাল্লর বাণিজ্যবিস্তারে কুষাণদের মধ্য-এশীয় সাম্রাজ্যের অবদান কী? এই বাণিজ্যের প্রকৃতি পর্যালোচনা কর।

কুষাণ সম্রাটদের মধ্যে কণিষ্ক ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন কিংবদন্তীর নায়কের মতো। তাঁর নাম শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

কণিষ্ক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেও তিনি নতুন রাজ্য জয় করার প্রয়াসী ছিলেন। কুমারলাতর কল্পনামন্ডিটীকা চৈনিক অনুবাদ থেকে জানা যায় কণিষ্ক টুং-টিয়েন-চু অর্থাৎ পূর্ব ভারতের অংশবিশেষ জয় করে সেখানেও তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন।

আলবেরুনী আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার সংলগ্ন অঞ্চলের ওপর কণিষ্কের অধিকার সম্পর্কে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। একটি বৌদ্ধ গ্রন্থের চৈনিক অনুবাদে পার্থিয়ার সঙ্গে কণিষ্কের যুদ্ধের কথা জানতে পারা যায়। অনেকের মতে পার্থিয়ার রাজাকে কণিষ্ক পরাজিত করেন। অনেকের মতে চিনের সঙ্গে যুদ্ধে কণিষ্ক জয়লাভ করেন এবং এর ফলে কাসগড়, ইয়ারকন্দ ও খোটান তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মোট কথা, কুষাণ সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি ছিল বিশাল।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশের আগে মধ্যএশিয়ার উল্লেখযোগ্য অঞ্চল কুষাণদের অধিকারে ছিল। কুষাণ সাম্রাজ্যে প্রকৃত পক্ষে একটি ভারতীয় সাম্রাজ্য ছিল না। প্রধানত এটি ছিল একটি মধ্যএশীয় সাম্রাজ্য এবং ভারতের বিভিন্ন অংশ এই মধ্যএশীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু কুষাণ সাম্রাজ্য আমলে সেই সময়ের ভারত রোম বাণিজ্যের কথা এবং

Scanned with CamScanner

নিম্ন সিন্ধু উপত্যকার অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা বিচার করলে দেখা যায়: রাজনৈতিক উচ্চাশার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। হৌ-হান-শু থেকে সেন-টু অথবা সিন্ধু উপত্যকা জয়ের প্রকৃত তাৎপর্যের কথা জানা যায়। পেরিপ্লাসে বাণিজ্য বিষয়ে তৎপরতার উল্লেখ আছে। হৌউ-হান-শু থেকে জানতে পারা যায় যে, ইউচি অধিকার করার সময় সেন-টুর সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের নিয়মিত ব্যবসা বাণিজ্য চলত। প্লিনির কাছ থেকে জানতে পারা যায় ৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশগুলি ও ভারতের মধ্যে নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই নতুন জলপথ আবিষ্কারের ফলে নাবিকদের পক্ষে সরাসরি পেরিয়ার নদীর মোহনার কাছাকাছি মুজিরিস বন্দরে আসা অনেক সহজতর হয়েছিল। তা ছাড়া পারস্য উপসাগর থেকে আগত নাবিকদের কাছে সিন্ধু অঞ্চলের বন্দরগুলি ছিল প্রথম ভারতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র। উত্তর-পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীরা এই বন্দরগুলির মাধ্যমে খুব তাড়াতাড়ি পণ্য পাঠাতে পারত। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে নয়, মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অংশের সঙ্গেও এই বন্দরগুলির যোগাযোগ ছিল। কুষাণদের কাছে এই অঞ্চলের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। ছিয়েন-হান-সু-তে চিন এবং পাশ্চাত্য অঞ্চলের মধ্যে দু'টি বাণিজ্য পথের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি পথ দক্ষিণের আরেকটি পথ উত্তরের। দক্ষিণের বাণিজ্যপথ ছিল ইয়ারখন্দ, জুংলিং পর্বত, ইউচিদের বাসভূমি এবং পার্থিয়ার; আর উত্তরের পথটি ছিল কাসগড়, জুংলিং পর্বত এবং ইউচিদের বাসভূমির মধ্য দিয়ে। এ সম্বন্ধে কোনও দ্বিমত নেই যে, রোম সম্রাট অগাস্টাসের সময় থেকে রোম এবং চিনের মধ্যে পণ্যের আদান-প্রদান হতো এই পথে। এই সময় ভারত-রোম বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পার্থিয়ার মধ্য দিয়ে প্রসারিত বাণিজ্যপথ পরিহার করা হচ্ছিল। কারণ পার্থিয়রা ছিল শত্রুভাবাপন্ন এবং তারা অতিরিক্ত বাণিজ্য শুল্ক আদায় করত। তাই এই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিংহভাগ মধ্য এশিয়া থেকে ভারতীয় বন্দরগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। পেরিপ্লাসে বলা হয়েছে, রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য চিন থেকে ব্যাকট্রিয়া হয়ে বারিগাজায় এবং গঙ্গা ও সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারতের দামিরিকা বন্দরে নিয়ে আসা হতো।

দূরদর্শী দ্বিতীয় কদ্‌ফিস বুঝতে পেরেছিলেন: নিম্ন সিন্ধু অঞ্চল জয় করতে পারলে তিনি সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রেশম বাণিজ্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পথ সম্পূর্ণ রূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। কারণ এই পরিস্থিতিতে চিন-রোম বাণিজ্যের জন্য, ব্যবসায়ীদের খুব বেশি সংখ্যক বন্দর শুল্ক দিতে হবে না। তা ছাড়া শক্তিশালী

Scanned with CamScanner

সরকার থাকায় সুরক্ষিত একটি নিরাপদ পথে তাদের পণ্য চলাচল করতে পারবে। এই সব সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করে এই সব বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যবসায়ীরা অতি উচ্চহারে শুল্ক দিত যার ফলস্বরূপ কুষাণদের পক্ষে প্রচুর সম্পদ আহরণ করা সম্ভব হয়েছিল।

কুষাণ সাম্রাজ্যের আর্থিক সমৃদ্ধি যে বিশেষ ভাবে বহির্বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল, এই কুষাণ সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতির আলোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একই সময়ে কুষাণ মুদ্রার উপর বৈদেশিক প্রভাব বিশেষ ভাবে কমে যায়। দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল এবং নিম্ন সিন্ধু এলাকার মধ্যে বাণিজ্যের অবনতি হয়েছিল। রোমান নাবিকরা তখন সমুদ্র যাত্রার জন্য বাণিজ্য বায়ুর ব্যবহার করতে শিখে যাওয়ায় নিম্ন সিন্ধু এলাকা ছেড়ে সোজা দক্ষিণ ভারতে যেতে পারত। তাই এই অঞ্চলে বাণিজ্য ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় এবং এই অঞ্চল আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পণ্ডিচেরির কাছে আরিকামেদু নামক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে অনেক রোমান বাণিজ্য কেন্দ্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। রোমান মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, রোমান সম্রাটদের অসংখ্য মুদ্রা আরিকামেদু ছাড়াও দক্ষিণ ভারতের আরও অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে। সাহিত্যের উৎস থেকে জানা যায় যে, ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে, বিশেষত রোমে কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে চাল, গম, তিল, তেল; বনজ সামগ্রীর মধ্যে সেগুন, চন্দন, আবলুস প্রভৃতি; পশুপক্ষীর মধ্যে সিংহ, বাঘ, বাঁদর, হনুমান, টিয়া প্রভৃতি এবং অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে হাতির দাঁত, কচ্ছপের খোলা, লঙ্কা, গোলমরিচ, দারুচিনি এবং মশলা রপ্তানি করা হতো। ভারতের লোহা ও ইস্পাত সাসানি উপকূলে এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় রপ্তানি করা হতো।

রোম থেকে ভারতবর্ষে রপ্তানি সামগ্রীর মূল্য হিসাবে বিরাট পরিমাণ সোনা ভারতবর্ষে আসছিল। কিন্তু বিভিন্ন রকম অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় সামগ্রী আমদানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের সঙ্গে সিংহল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলি বিশেষ ভাবে সুবর্ণ দ্বীপগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূল থেকে নিয়মিত বাণিজ্য জাহাজ এই সব দেশে বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করত। গঙ্গানদীর জলপথে সুবর্ণভূমি বা সুবর্ণ দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। বাণিজ্যের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চল, মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ এবং চম্পায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয় খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে। এই সকল উপনিবেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের একাত্মবোধ থাকবার ফলে এদের মধ্যে বাণিজ্য ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছিল।

Scanned with CamScanner

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্যের সূচনা হয়েছিল। চিনা বণিকদের কথা থেকে জানা যায়, বিদেশি বাণিজ্যপোতে করে ভারতবর্ষে মুক্তো, দামী পাথর প্রভৃতি চিনা সোনা এবং চিনা রেশমের পরিবর্তে কিনত চিনা বণিকরা। এই সময় স্থলপথে ভারতবর্ষ ও চিনের মধ্যে বাণিজ্য চলত। চিনা রেশম, রেশমী সুতা, রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি চিন থেকে আমদানির প্রধান সামগ্রী ছিল। পরের দিকে জলপথেও বাণিজ্য শুরু হয়।

Scanned with CamScanner